

Vol. 7 | No. 1 | 1963

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ

Volume	7
Issue	1
Year	1963
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Anisuzzaman
Published online	June 15, 1963
DOI	10.62328/sp.v7i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v7i1.7
Pages	253-258
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয়

মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ ঃ আহমদ শরীফ (সঙ্কলিত) ॥ বাঙলা একাডেমী, ঢাকা ॥ মাঘ, ১৩৬৯ ॥ মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৭০ ॥ দাম ছ টাকা একত্রিশ পয়সা মাত্র ॥

সংকলনগ্রন্থের মহিমা সম্পর্কে এখন আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বিশেষ করে, যে যুগের রচনার সঙ্গে কাল ও রুচির দিক দিয়ে আমাদের দুস্তর ব্যবধান, সংকলনগ্রন্থই সেখানে আমাদের একমাত্র সেতু। এদিক দিয়ে প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা কবিতার সংগ্রহ প্রকাশের প্রয়োজন খুবই বেশী। বৈষ্ণব পদাবলীর বাইরে একালের বাংলা সাহিত্য পাঠক-সাধারণের মনে একটু ভীতির সঞ্চার করে। একে তো এযুগের কাব্যগ্রন্থ যথেষ্ট পরিমাণে মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায় না; যখন পাওয়া যায়, তখনও আকারের বিপুলতায়, বানানের বিভিন্নতায় ও পাঠান্তরের অতিরেকে আদি-অন্ত পড়ে ওঠা সম্ভব হয় না। পাঠকসাধারণ তাই সংকলনগ্রন্থ হাতে নিয়ে বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ পেতে চান। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকের বাইরে এ ধরনের সংকলন খুব বেশী প্রকাশিত হয় নি। 'মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ' প্রকাশ করে বাঙলা একাডেমী তাই আমাদের একটি অভাব পূরণ করেছেন। সেজন্যে তাঁদেরকে অভিনন্দন জানাই।

'মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ' বলে চিহ্নিত হলেও আলোচ্য সংকলনটি শুধু মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের রচনা-সংকলন। কেবল মুসলমান কবিদের রচনা সংগ্রহ কেন, এ প্রশ্নের কোন উত্তর এ বইতে দেওয়া হয় নি—'ভূমিকা'য়ও নয়। এর সদুত্তর দিতে পারলেও, একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, গ্রন্থের নামকরণ ভিন্ন ইঙ্গিত বহন করে।

মুসলমান কবিদের রচনা সংকলন বলেই আলোচ্য গ্রন্থটি অনিবার্যভাবে আবদুল কাদির ও রেজাউল করিম-সম্পাদিত 'কাব্য-মালঞ্চে'র (কলিকাতা, ১৯৪৫) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মুসলমান কবিদের রচনাসংগ্রহের এটিই ছিল

বোধহয় প্রথম প্রচেষ্টা। অবশ্য 'কাব্য-মালঞ্চে'র কাল পরিধি অনেক বিস্তৃত ছিলঃ মধ্যযুগের শুরু থেকে যুদ্ধোত্তর কালের কবিদের রচনা তাতে গৃহীত হয়। ১৯৮ পৃষ্ঠার বইয়ের মাত্র ৭৮ পৃষ্ঠায় মধ্যযুগের ৫৪ জন মুসলমান কবির ৮০টি কবিতা সেখানে সংকলিত হয়। অধ্যাপক আহমদ শরীফ সে সময়ের রচনা সংগ্রহ করেছেন চার শতাধিক পৃষ্ঠায়। ৭৪ জন কবির ১২৮ টা কবিতা এতে আছে। এঁদের মধ্যে দুজন কবি পনেরো শতকের, বারো জন ষোল শতকের, ষোল জন সতেরো শতকের, বাইশ জন আঠারো শতকের ও বাকী বাইশজন উনিশ শতকের লোক। বর্তমান সংকলনে তাই অনেক বেশী কবি ও কবিতার পরিচয় আমরা পাই। 'কাব্য-মালঞ্চে' সংকলিত মাত্র ছটি কবিতা এখানে পাওয়া যাবে। কাজেই, আলোচ্য সংকলনের রচনাচয়নে সম্পাদক যে নতুনত্বের ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, সে কথা সহজেই বলা চলে।

এই সংকলনের একটি প্রধান গুণ এই যে, এটি পড়তে পড়তে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিদের সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ও ঐতিহাসিক ধারণা লাভ করা যায়। 'কাব্য-মালঞ্চে'র সম্পাদক কবি বলেই বোধহয় ঐতিহাসিক ধারা রক্ষার চেয়ে কাব্যরস-বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। সে বই প্রকাশের পর এই আঠারো বছরে সাহিত্যের ইতিহাসের অনেক নতুন উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছেঃ মুসলমান কবিদের সম্বন্ধে শরীফ সাহেবও অনেক অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। বর্তমান সংকলনে এসব তথ্যের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়েছে।

সাহিত্যের ঐতিহাসিকরূপে শরীফ সাহেব এই ধারাবাহিকতার উপর একটু বেশী জোর দিয়েছেন বলে মনে হয়। নইলে চাঁদ কাজীর পদটি—যার আবেগের কৃত্রিমতা অগোচর থাকে না—এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করার কোন হেতু ছিল না। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অধ্যাপক আহমদ শরীফ-সংকলিত 'মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য' (ঢাকা, ১৯৬০) গ্রন্থে চাঁদ কাজীর এই একটি মাত্র পদই সংকলিত হয়েছে (কেন জানি না, বাঙলা একাডেমীর সংগ্রহে পদটির শেষ দু চরণ — ভণিতাসহ—বাদ দেওয়া হয়েছে)—সম্ভবতঃ তাঁর আর পদ পাওয়া যায় নি বলে। তেমনি, হাজী মুহম্মদ, মুহম্মদ আকিল, মুহম্মদ ফসীহ্, শেখ মুতালিব ও কাজী হাসমত আলী চৌধুরীর যেসব রচনাংশ বর্তমান সংগ্রহে স্থান পেয়েছে, তার মূল্যও কেবল স্বীকৃত হবে ঐতিহাসিকের কাছে—রসিক পাঠকচিত্তের কাছে নয়।

এই সংকলনের রচনাচয়নের মানদণ্ড পুরোপুরি ঐতিহাসিক হলে বোধহয় আরো কয়েকজন কবির কবিতা এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারত। যেমন, মুহম্মদ মুকীম, মুহম্মদ মিরণ, খলিল, মীর্জা কাঙালী, মীর্জা হোসেন আলী, শাকের মামুদ ও সৈয়দ নুরুদ্দীন। তেমনি, গরীবুল্লাহ্ (ঢাকা), জয়নুল আবেদীন, রেজাউল্লাহ্, সাদ আলী-আবদুল ওহাব ও মফিজউদ্দীন আহ্মদের রচনা গৃহীত হলে 'দোভাষী পুঁথি'র ধারা আরো প্রতিনিধিত্বমূলক হয়ে উঠত। তাছাড়া, দেওয়ান হাসন রাজার কবিতা, নাসির মামুদের পদ ও শেখ মদনের বাউল গান কি 'মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহে' স্থান পাওয়া উচিত ছিল না? 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র থেকেও অংশতঃ চয়ন করা যেত। বাঙলা একাডেমীর পরিচালক এই বইয়ের ভূমিকায় যেসব কবির উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে অন্ততঃ সাত-আটজন কবি সংকলনে অনুপস্থিত।

এই সংকলনগ্রন্থে আলাওলের কোন বৈষ্ণব ভাবাপন্ন পদ দেওয়া হয় নি—শেখ ফয়জুল্লাহ্, শেখ চাঁদ ও সৈয়দ সুলতানের তেমন পদও নয়। এটা আশ্চর্যের বিষয়! সৈয়দ মুর্তজার 'শ্যাম বন্ধু, চিত নিবারণ তুমি' পদটি এবং শেখ মদনের 'তোমার পথ ঢ্যাকাছে মন্দিরে-মসজিদে' ও 'নিঠুর গরজী, তুই মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে' গান দুটি এত বিখ্যাত যে, এই সংগ্রহে সেগুলোর অনুপস্থিতিতে পাঠকমন অতৃপ্ত বোধ করবে।

আরেকটা কথা। একজন কবি যদি একাধিক গ্রন্থপ্রণেতা হয়ে থাকেন, তবে যথাসম্ভব তাঁর ভিন্ন ভিন্ন রচনার নিদর্শন চয়ন করতে পারলে ভাল হয়। গরীবুল্লাহ্ ও সৈয়দ হামজার ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। কিন্তু ফয়জুল্লাহ্, সৈয়দ সুলতান ও আলাওলের ক্ষেত্রে তা হয় নি। "কবি-পরিচিতি"-তে বলা হয়েছে, জোনাব আলীর শ্রেষ্ঠ রচনা 'শহীদে কারবালা'। অথচ তাঁর এমন কাব্যের অংশ সংকলনে গৃহীত হয়েছে, পরিচিতিতে যার নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই।

শেখ ইয়াকুব কে? পরিচিতি দেখে মনে হয় যে, ইনি 'জঙ্গনামা'র লেখক বলে প্রচারিত মোহাম্মদ এয়াকুব ছাড়া আর কেউ নন। এই মোহাম্মদ এয়াকুবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেই ঘোরতর সন্দেহ পোষণ করেন। মরহুম আবদুল গফুর সিদ্দিকী 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় (২৪শ খণ্ড) এয়াকুবের যে আত্মপরিচয় প্রকাশ করেছিলেন, তার সঙ্গে গরীবুল্লাহ্র আত্মপরিচয় মিলিয়ে দেখলে বোঝা

যাবে যে, এঁরা দুজন নন—একজনই। এয়াকুবের আত্মপরিচয় থেকে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করছি :

জঙ্গনামার কথা ভাই ছহদের সার।
খাদেম ইয়াকুব ভণে পরিচয় তার ।।
বালিয়া মোকাম ভাই জীরিকপুর ঘর।
বাপের নাম সাহা দুন্দি, দাদা মোজাফফর ।।
মুর্শিদ বড়ে খাঁ গাজী, মুরিদ আমি তাঁর।
প্রথম দিদার পাইনু জঙ্গল মাঝার ।।
চারি সহদর মোর। ভগিনী তিনজন।
পহেলা সন্তান পিতার এই অভাজন ।।...
বাঙ্গালার এগার শত এক সাল আর।
মাঘ মাসের জুমা বার সময় ফজর ।।
আল্লার মেহেরে আর নবিজীর তোফেলে।
জঙ্গনামা সায় হল ইয়াকুবেতে বলে ।।

আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে গরীবুল্লাহ্ বলেছেন :

বাপ নাম সাহা দুন্দি আল্লার ফকির।
ভাটিয়া ছোলতান গাজী বড় খান পীর।

এবং

বড় খান ভাবিয়া দেলে অধীন ফকির বলে
সাহা দুন্দির পহেলা ফরজন্দ।

আর গরীবুল্লাহ্‌র পরিচয় দিতে গিয়ে সৈয়দ হামজা বলেছেন :

আল্লার মকবুল শাহা গরীবুল্লা নাম।
বালিয়া হাফেজপুর যাহার মোকাম ।।

আত্মবিবরণী-অনুযায়ী ইয়াকুব চব্বিশ পরগণা জেলার বালিয়া পরগণার জিরিকপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। আর, গরীবুল্লাহ্‌র বাড়ী বর্ধমান জেলার বালিয়া পরগণার অন্তর্গত হাফিজপুর গ্রামে। আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর বাবার নামও শাহা দুন্দি, তিনিও পিতার প্রথম সন্তান এবং বড়ে খাঁ গাজীর মুরীদ! এই তো গেল দুজনের মিলের কথা! এরপরও এয়াকুবের আত্মপরিচয়ের অকৃত্রিমতায় বিশ্বাসী হলে তাঁকে সতেরো শতকের কবি বলে চিহ্নিত করতে হয়। কিন্তু এই সংগ্রহে তিনি আঠারো শতকের কবিরূপে উপস্থিত হয়েছেন।

এই সংকলন-গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেছেন বাঙলা একাডেমীর পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান। এগারো পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত পরিসরে তিনি মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের কাব্যসাধনার ধারা আলোচনা করেছেন। ভূমিকাটি সুলিখিত। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের রূপটি অল্পকথায় তিনি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ

> সে যুগের কবিতার বহিরঙ্গ ছিলো যুক্তিনির্ভর, গতিতে ছিলো সুশৃংখল সহজ পদচারণ—সুনির্মিত প্রাসাদের অঙ্গসৌষ্ঠবের সঙ্গে তার তুলনা চলে। কাব্যের সৌন্দর্য ছিলো বস্তুগত ও জাতিগত। ইংরেজীতে বলা চলে of mass and of species. এ কারণেই মধ্যযুগের কবিদের পারস্পরিক তুলনা প্রায়শঃ অসম্ভব। উপাদান, কাহিনী-বিন্যাস, বস্তুনির্দেশ, রূপবর্ণনা এবং তত্ত্ব ও রূপক সর্বক্ষেত্রেই একই ব্যঞ্জনা এবং একই শৃংখলিত রূপকল্প। এ-প্রকৃতিগত ঐক্য অতিক্রম করে অল্প কয়েকজন কাব্যসাধক আপন বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল। (পৃষ্ঠা দুই)

এই ভূমিকাপ্রসঙ্গে দুটি কথা নিবেদন করতে চাই। দোভাষী পুথির পটভূমিকা বিশ্লেষণ করতে যেয়ে বাংলা কবিতায় আরবী ফারসী শব্দপ্রয়োগের যে ইতিহাস তিনি পর্যালোচনা করেছেন, সেখানে কৃষ্ণরাম দাসের অনুল্লেখ চোখে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে হিন্দু ও মুসলমানের কাব্যসাধনার ধারার পার্থক্য নির্দেশ করতে যেয়ে তিনি বলেছেন যে,

> হিন্দু কবি যে ক্ষেত্রে ধর্মীয় আবেগ এবং নিবেদিতচিত্ততাকে কাব্যের উপজীব্য সম্পদ ভেবেছেন, সেক্ষেত্রে মুসলমান কবি প্রধানতঃ জীবন এবং আনন্দকে অবলম্বন করেছেন। ... যখন মুসলমান কবিগণ প্রণয়-উপাখ্যান রচনা করেছিলেন, হিন্দু কবিগণ তখন দেবকুলের আচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। ... হিন্দুকাব্যে এ মানবীয় ধারা খুব উজ্জ্বল নয়। একমাত্র মুসলমান কবিরাই মানবীয় ধারাকে পরিপূর্ণ করেছেন। (পৃষ্ঠা দুই—তিন)

কিন্তু একথাও আমারা ভুলতে পারি নে যে, বাংলা কাব্যে বাস্তব পৃথিবীর মানুষ প্রথম স্থান পেয়েছিল চৈতন্য ও তাঁর সঙ্গীদের জীবনী রচনার ধারায়। অন্যত্র উদ্দেশ্য ও রূপককে অতিক্রম করেও কবিরা মানবীয় অনুভূতিরই মহিমাগান করেছেন। যদি রূপকের উপস্থিতির জন্য এসব কাব্যের (যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মনসামঙ্গল বা বৈষ্ণব কবিতা) মানবীয়তা কম মূল্যবান

বিবেচিত হয়, তাহলে মুসলমান কবিদের রচনা সম্পর্কেও সে অভিযোগ করা চলতে পারে। 'ইউসুফ-জেলেখার' নায়ক নবী—সাধারণ মানুষ নন। 'পদ্মাবতী', 'সয়ফুলমুলক-বদিউজ্জামাল' আধ্যাত্মিক রূপক কাব্য, 'লায়লী-মজনু ও তাই। তাছাড়া, কি যুদ্ধকাব্য, কি প্রণয়-কাব্য, উভয়ত্রই ফারসী উপাখ্যানের অবাস্তব অ্যাডভেঞ্চারের পথ ধরেই নায়ককে যাত্রা করতে হয়: দৈত্যপরীর অস্তিত্ব ও দৈব অনুগ্রহের স্বস্তি যেখানে সর্বদাই লভ্য। তাই মনে হয়, কেবল মানবীয়তার মাপকাঠিতে হিন্দু মুসলমানের কাব্যধারার পার্থক্যনির্দেশের সার্থকতা সম্পর্কে পুনর্বিচারের প্রয়োজন আছে।

আলোচ্য গ্রন্থে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ আছে। পৃ ৪০৯এ কবির নাম ছাপা হয় নি এবং অন্ততঃ ১৮ জন কবির কোন না কোন সংকলিত রচনায় মূল কাব্যগ্রন্থের নাম মুদ্রিত হয় নি। পৃ ৫০৬ এ চরণ বিন্যাসে মুদ্রণবিভ্রাট ঘটেছে।

এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত কবিদের পরিচিতি রচনা করেছেন বাঙলা একাডেমীর সহকারী সংকলন-অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল কাইউম। 'কবি-পরিচিতি' ছাড়াও একটি শব্দসূচী (অর্থসহ) এবং সংকলনের অন্তর্ভুক্ত কবিদের মুদ্রিত ও সম্পাদিত কাব্য গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা থাকলে গ্রন্থটি আরো মর্যাদাবান হত।

এরকম একটি উপভোগ্য সংকলন প্রকাশের জন্য আমরা এর সংকলক ও প্রকাশককে অভিনন্দন জানাই।

আনিসুজ্জামান

লেখক-পরিচিতি

॥ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, এম. এ. (কলিকাতা), পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন),
অধ্যক্ষ, ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ হরেন্দ্রচন্দ্র পাল, এম. এ. (ঢাকা), ডি. লিট্. (কলিকাতা),
অধ্যক্ষ, ফারসী বিভাগ, কৃষ্ণনগর কলেজ, নদীয়া ॥

॥ আবদুল করিম, এম. এ. (ঢাকা), পি-এইচ. ডি. (ঢাকা ও লণ্ডন),
রীডার, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ মমতাজুর রহমান তরফদার, এম. এ., পি-এইচ. ডি. (ঢাকা),
অধ্যাপক, ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ মুনীর চৌধুরী, এম. এ. (ঢাকা ও হার্ভার্ড),
রীডার, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ সৈয়দ আলী আহসান, এম. এ. (ঢাকা),
পরিচালক, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা ॥

॥ আনিসুজ্জামান, এম. এ., পি-এইচ. ডি (ঢাকা),
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

এই সঙ্গে পড়ুন

সাহিত্য পত্রিকা

বর্ষা ও শীত সংখ্যা, ১৩৬৪ ও ১৩৬৫ | প্রতি সংখ্যা ২·০০

বর্ষা ও শীত সংখ্যা, ১৩৬৬—১৩৬৯ | প্রতি সংখ্যা ২·৫০

পুথি-পরিচিতি

মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সংকলিত মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের পুথি-পরিচয়। সম্পাদক: অধ্যাপক আহমদ শরীফ। ২০·০০।

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ও অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান-রচিত। আধুনিক যুগের মুসলিম লেখকদের সাহিত্য-সম্পর্কিত একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। ৬·০০।

বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-রচিত। ২·০০

আলাউল-বিরচিত 'তোহফা' ২·০০

মুহম্মদ খান-বিরচিত 'সত্যকলি-বিবাদ-সংবাদ' ২·৫০

মুসলিম কবির পদসাহিত্য ২·৫০

অধ্যাপক আহমদ শরীফ-সম্পাদিত

বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরী-যুগ

মুহম্মদ সিদ্দিক খান-রচিত। ২·০০

আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র

অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান-রচিত। ২·০০

ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায়

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী-রচিত। ২·৫০

প্রাপ্তিস্থান:

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নওরোজ কিতাবিস্তান
বাংলা বাজার ও নিউ মার্কেট, ঢাকা

নলেজ হোম
নিউ মার্কেট, ঢাকা

স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
৬১/১, বাঞ্ছারাম অক্রুরলেন, কলিকাতা-১২

A PHONETIC AND PHONOLOGICAL STUDY
OF

NASALS AND NASALIZATION IN BENGALI

by

MUHAMMAD ABDUL HAI

"...fresh and full of interest to all students of Linguistics."

—J. R. Firth,
Late Professor Emeritus of Linguistics, University of London.

"...an outstanding contribution by an Indo-Pakistani scholar on one of the major languages, of the sub-continent..."

—Suniti Kumar Chatterji,
Emeritus Professor of Linguistics, Calcutta University.

"The science of phonetics had its brilliant beginnings in ancient India, and in recent times its influence has merged with the development of western linguistics to the benefit of both streams of scholarship. It is, therefore, particularly gratifying when the current techniques are applied by scholars from the Indo-Pakistan sub-continent to their modern languages.

Mr. Hai's book, **Nasals and Nasalization in Bengali...** is an excellent exemplification of such work."

—W. S. Allen,
Professor of Comparative Philology,
University of Cambridge.

Rs 15'00

THE SOUND STRUCTURES OF ENGLISH & BENGALI

by

M. A. HAI & W. J. BALL

"In this book, the first of its kind in East Pakistan, the authors have analysed and compared the sounds of English and Bengali.....It provides ample opportunity for teachers, students and all Bengalees who want to improve their spoken English. As such it is invaluable and essential book for all Schools, Colleges and Universities."

Rs. 8·00

Published by the
Department of Bengali,
Dacca University.

SAHITYA PATRIKA
Journal of the Department of Bengali,
Dacca University.
Rainy Season Number, 1963.